যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR
প্রকাশ: সোমবার, ২৫ মার্চ ২০২৪ পৃষ্ঠা নং-০১

হ্যাকিংয়ে সর্বস্বান্ত যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী

মুজিব মাসুদ, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে

প্রযুক্তিতে বিশ্বের সর্বোচ্চ সুরক্ষিত দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কোনো ব্যাংক এখন চরম অনিরাপদ হয়ে উঠেছে। এখানকার শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে স্ক্যামাররা (হ্যাকার) প্রতিদিন শত শত প্রবাসীকে সর্বস্বান্ত করেছে। তাদের ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, শেয়ার বাজারের বিনিয়োগ তছনছ করছে। হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ ডলার। স্ক্যামাররা প্রথমে ব্যক্তির ফোন নম্বর হ্যাক করে। এরপর শেয়ার বাজার অ্যাপস দখলে নিয়ে একের পর এক শেয়ার বিক্রি করে দিচ্ছে। বিক্রির অর্থ তারা তাদের প্রিপেইড ডেবিট কার্ডে ট্রান্সফার করে আত্মসাৎ করছে। দেশি-বিদেশি এসব হ্যাকাররা এতটাই শক্তিশালী যে, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে মাসের পর মাস পার হলেও প্রতিকার মিলছে না। উদ্ধার হচ্ছে না অর্থ। খোদ বাংলাদেশি অনেক মেধাবীদের বিরুদ্ধেও এসব হ্যাকিংয়ের অভিযোগ উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআইর তালিকায় এরকম শতাধিক বাংলাদেশির নাম রয়েছে। এছাড়া আছে ফিলিপাইন, পাকিস্তান ও ভারতীয় হ্যাকারদের নাম। সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, স্ক্যামাররা এতটাই ভয়ংকর যে-তাদের খোঁজ পেলেও টিকিটি ধরা যাচ্ছে না। প্রযুক্তির কল্যাণে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা স্ক্যামাররা যুক্তরাষ্ট্রে জাল ফেলেছে। আর সেই জালে আটকা পড়ছে নিরীহ মানুষ। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থার তদন্তে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর এসব তথ্য। নিউইয়র্ক পুলিশের একটি সূত্র জানায়, স্ক্যামাররা দীর্ঘ সময় কোনো ব্যক্তিকে নজরে রাখে। নানা মাধ্যম ব্যবহার করে ব্যক্তির ব্যবহৃত মোবাইল, ব্যাংক হিসাব ও ক্রেডিট কার্ডের প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করে। এরপর সাইবার আক্রমণ চালায়। স্ক্যামাররা প্রথমে মোবাইল ফোনের সিম তুলে নেয়। হ্যাক করে ইমেইল। এরপর একে একে ব্যাংক, শেয়ারবাজার ও ক্রেডিট কার্ডের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে সরিয়ে নেয় অর্থ। এ পর্যন্ত যত অভিযোগ এসেছে, বেশিরভাগ ঘটনায় প্রথমে মোবাইল হ্যাক হয়েছে। এসব মোবাইল ফোনের অধিকাংশই প্রিপেইড অপারেটরের। জানা গেছে, সামান্য কিছু তথ্য দিয়ে সহজেই এসব গ্রাহকদের সিমকার্ডগুলো হ্যাকাররা তাদের কবজায় নিয়ে নিচ্ছে। এরপর ইমেইলের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করে একের পর এক চালাচ্ছে সাইবার লুটপাট।

স্ক্যামাররা যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ার বাজার থেকেও বহু বাংলাদেশির বিনিয়োগ হাতিয়ে নিয়েছে। মমতাজুল আহাদ নামে নিউইয়র্কের একজন মিডিয়াকর্মী বলেন, শেয়ার বাজার ট্রেডিং অ্যাপস রবিনহুড হ্যাকড করে তার ১৭ হাজার ডলারের শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছে। অপু কাজী নামে একজন প্রবাসী জানান, তার ফোন নম্বর হ্যাকড করে ব্যাংক থেকে ২০ হাজার ডলার নিয়ে গেছে স্ক্যামাররা।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সোসাইটির অর্থ আত্মসাতের চেষ্টায় মামুন আবু নামে এক বাংলাদেশির নাম উঠে এসেছে। তার বাসা কুইন্সের জ্যামাইকায়। পুলিশ তাকে ধরিয়ে দিতে পুরস্কার ঘোষণা করেছে। মামুন আবু একজন পেশাদার স্ক্যামার। আগে স্ক্যামে পাকিস্তানিরা জড়িত ছিল বলে শোনা যেত। আর এখন আসছে বাংলাদেশিদের নাম।

স্ক্যামের শিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশি শাহাদাত ইমন যুগান্তরকে বলেন, গত মাসে সকালে একটি ফোনকলে তার ঘুম ভাঙে। হ্যালো বলার পর অপর প্রান্ত থেকে জানতে চাওয়া হয় এটা জিসানের নম্বর কিনা। রং নম্বর বলে কল কেটে দেন ইমন। পরদিন সকালে একইভাবে ফোনকল রিসিভ করেন তিনি। দিনে আরও দুবার একই ফোন নম্বর থেকে কল রিসিভ করেন ইমন। এভাবে এক সপ্তাহে তিনটি নম্বর থেকে ১৩ বার ফোন পান তিনি। ৭ দিনের মাথায় ইমনের সিমটি অকার্যকর হয়ে যায়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তার ব্যাংক থেকে ২ হাজার ৭০০ ডলার হাওয়া হয়ে যায়।

একইভাবে মাহবুবুর রহমান নামে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত এক যুবক যুগান্তরকে বলেন, অফিসের প্রয়োজনে তিনি প্রিন্টারের কালি অর্ডার করেছিলেন অ্যামাজন ডটকমে। যেদিন অর্ডার দেন পরদিন তার ইমেইলে জানানো হয় অ্যামাজনের অর্ডারটি কমপ্লিট হয়নি। ইমেইলে একটি ফোন নম্বর দিয়ে যোগাযোগের পরামর্শ দেওয়া হয়। এরপর মাহবুব ওই নম্বরে কল করেই ফেঁসে যান। মুহূর্তেই তার ইমেইলটি হ্যাক হয়ে যায়। পরদিন ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট লগইন করে দেখতে পান, তার অ্যাকাউন্ট থেকে ৯৫০ ডলার উধাও। অভিযোগ দেওয়ার পর ডলার ফেরত পেয়েছেন। কিন্তু এ ঘটনার তদন্ত চলছে।

সিরাজুল ইসলাম নামে অপর এক বাংলাদেশি প্রবাসী যুগান্তরকে বলেন, আমেরিকার সবচেয়ে শক্তিশালী চেজ ব্যাংকে তার একটি চেকিং ও বিজনেস অ্যাকাউন্ট আছে। একদিন ঘুম থেকে উঠে নোটিফিকেশন পান যে তার বিজনেস অ্যাকাউন্টে ৫০ ডলারের একটি লেনদেন হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ায়। অথচ তিনি সেখানে কখনোই যাননি। আর কোনো অর্থ বেহাত হয়েছে কিনা সন্দেহ হলে তিনি চোখ রাখেন আগের ট্রানজেকশনগুলোতে। এবার তিনি দেখতে পান বেশ কয়েকবার তার অ্যাকাউন্ট থেকে ছোট ছোট অ্যামাউন্টের অর্থ বেহাত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এ ঘটনা তিনি ব্যাংকে ফোন করে জানান। প্রতিটি বেহাত লেনদেনের অর্থ ফেরত পাওয়া গেলেও ব্যাংক তার ডেবিট কার্ডটি পরিবর্তন করে দেয়। এরপর থেকে সতর্ক রয়েছেন সিরাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, ব্যাংক থেকে ছোট পরিমাণে অর্থ বেহাত হলেও অনেকেই তা খেয়াল করেন না। এটাই স্ক্যামারদের এক ধরনের কৌশল। এর আগে গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টিক সিটিতে বসবাসরত চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলার অহিদুল মাওলা নামে এক যুবকের প্রায় ২৫ হাজার ডলারের মতো অর্থ হ্যাকাররা হাতিয়ে নিয়ে যায়। অহিদ যুগান্তরকে বলেন, কিছুদিন আগে তার মোবাইলে অপরিচিত একটি কল আসে। কলটি রিসিভ করতেই কেটে যায়। পরদিন ওই নম্বর থেকে আরও দুই বার কল আসে। দুটি কলই একই ভাবে রিসিভ করতে গিয়ে কেটে যায়। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে দেখেন তার সিমটি বিকল হয়ে আছে।

এরপর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চেক করে দেখতে পান তার ২২ হাজার ডলার উধাও। বিষয়টি তিনি ব্যাংকে জানালে কর্তৃপক্ষ ১৬ হাজার ডলার ফেরত দিলেও এখনো ৬ হাজার ডলার ফেরত দেয়নি। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে এই ৬ হাজার ডলার অহিদুলের ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে উত্তোলন করা হয়েছিল। যদিও অহিদুল জানান, তিনি কখনোই তার ডেবিট কার্ড ব্যবহার করেননি। জানা গেছে, হ্যাকাররা তার অ্যাকাউন্ট জব্দ করে ডেবিট কার্ডটি নিয়ে নেয়। এরপর হুবহু ওই কার্ড তৈরি করে এই ডলার উঠিয়ে নেয়। এ বিষয়ে অহিদুল আইনের আশ্রয় নেবেন বলেও জানান। একইভাবে নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে বসবাসরত নোয়াখালীর লক্ষ্মীপুরের এক গ্রোসারি শপের মালিকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে ১৬ হাজার ডলার নিয়ে যায় স্ক্যামাররা। যদিও ওই ব্যবসায়ীর পুরো ডলারই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ফেরত দিয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, স্ক্যামাররা খুবই বিচক্ষণ ও মেধাসম্পন্ন। তারা বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য কেনাবেচা করে। ফোনের দোকান, মেডিকেল অফিস এবং বিভিন্ন থার্ড পার্টির কাছ থেকে একজন নাগরিকের তথ্য পাচার হচ্ছে। অনেক সময় তথ্য বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। টি-মোবাইলের মতো জায়ান্ট কোম্পানি গ্রাহকের তথ্যের নিরাপত্তা দিতে পারেনি। এ পর্যন্ত ছয়বার তাদের তথ্যভান্ডারে হানা দিয়ে তছনছ করেছে হ্যাকাররা। এসব তথ্য জানান সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করা একজন পুলিশ কর্মকর্তা।

পুলিশ জানায়, শাহাদাত ইমনের অর্থ হ্যাকের তদন্ত করতে গিয়ে তারা জেনেছেন হ্যাকাররা প্রথমে তার সিম তুলে নিয়েছিল। এরপর ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট দখলে নিয়ে তার গচ্ছিত ডলার তুলে নেয়। পুলিশ আরও জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো প্রিপেইড মোবাইল ফোনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই দুর্বল। কথা বলার তিনটি নম্বর বলতে পারলেই সিম রিপ্লেস করে দেয় কোম্পানিগুলো। এর বাইরে তাদের আর কোনো নিরাপত্তা প্রশ্ন থাকে না। প্রবাসী ইমনের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। তিনটি নম্বর থেকে ১৩ বার কল রিসিভ করা মানে তিনটি নম্বরে তিনি কথা বলেছেন। এভাবে সহজেই তার সিম নিয়ে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ডে ঢুকে পড়ে স্ক্যামাররা।

সাধারণত প্রতি বছর ট্যাক্স রিটার্ন মৌসুম শুরু হলে স্ক্যামারদের তৎপরতা বেড়ে যায়। তারা নাগরিকের ট্যাক্স রিটার্নের অর্থ হাতিয়ে নিতে তাদের তথ্য সংগ্রহ করে। এমনকি আইআরএসের অ্যাকাউন্ড হ্যাকড করে রিটার্নের জন্য যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দেওয়া হয় তার পরিবর্তন করে দেয় স্ক্যামাররা। এভাবে ব্যাপক তৎপরতা চালাচ্ছে স্ক্যামাররা।

ট্যাক্স রিটার্ন মৌসুমে স্ক্যামাররা ট্যাক্স ফাইলিংয়ের পর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য চুরি করার জন্য নানাভাবে ওতপেতে থাকে। ফলে ট্যাক্স ফাইলিংয়ের পর ফোনে এ সংক্রান্ত যোগাযোগ না করার পরামর্শ দিচ্ছে ট্যাক্স ফাইল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো। স্ক্যামের শিকার ভুক্তভোগী এক পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, স্ক্যামাররা অত্যন্ত সংঘবদ্ধ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক রয়েছে। তবে উদ্বেগের বিষয় হলো-এসব স্ক্যামের সঙ্গে অনেক বাংলাদেশির নাম এসেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এ সংক্রান্ত কিছু প্রমাণও পেয়েছে। তাদের গ্রেফতারে চেষ্টা চলছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশ্বজুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে স্ক্যামাররা। স্ক্যামে জড়িতদের মধ্যে ফিলিপিনো ও ভারতীয়দের নাম সবার আগে উঠে আসছে। এরপর রয়েছে পাকিস্তানিদের নাম। স্ক্যামিংয়ের সঙ্গে গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশিদের নামও আসছে। এসব বাংলাদেশিরা নানাভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা প্রবাসীদের তথ্য সংগ্রহ করে তা সরবরাহ করছে পেশাদার স্ক্যামারদের হাতে। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল তদন্তে বেশকিছু বাংলাদেশির নাম এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কমিউনিকেশন কমিশন (এফসিসি) টেলিফোন স্ক্যামের বেশকিছু ঘটনা তদন্ত করছে।

দৈনিক কালবেলা
প্রকাশ: সোমবার, ২৫ মার্চ ২০২৪ পৃষ্ঠা নং-০৫

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন

পোশাকের রপ্তানি আয় কমে যাওয়ার আভাস

মৃত্তিকা সাহা

নানামুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন বৈশ্বিক অর্থনীতি। উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং উচ্চ সুদহারের কারণে বাড়ছে অনিশ্চয়তা। ঝুঁকি আছে আগামী দিনে ভূ-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর। এসব কারণে অর্থবছরের বাকি সময়ে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত থেকে পাওয়া রপ্তানি আয় প্রাপ্তি বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে। সম্প্রতি তৈরি পোশাকের ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের এক গবেষণা প্রতিবেদনে এমন আভাস দেওয়া হয়েছে।

ওই প্রতিবেদনে এই ধরনের প্রতিকুল পরিস্থিতি মোকাবিলার সক্ষমতা অর্জনে প্রয়োজনীয় সুপারিশও রাখা হয়েছে। এতে রপ্তানির গতিশীলতা ধরে রাখতে পোশাক উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনা, উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, লিড টাইম কমানো, পণ্যের উদ্ভাবন, নতুন বাজার অনুসন্ধান, কার্যকর গবেষণা নিশ্চিত করা, তৈরি পোশাক কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার আধুনিকীকরণ করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের রপ্তানি আয় মূলত তৈরি পোশাকনির্ভর। তবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপে রপ্তানির এই অন্যতম স্তম্ভ পোশাক খাতের আয়ে ভাটা শুরু হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) এ খাত থেকে রপ্তানি আয় কমেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের তৈরি পোশাক খাতের ক্রয়াদেশ ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে; আন্তর্জাতিক বড় বড় ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে বড় পরিমাণে ক্রয়াদেশ পাচ্ছে দেশের তৈরি পোশাক খাত। কভিড-১৯ মহামারি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব মোকাবিলা করে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষণ এটি।

এ অবস্থায় উচ্চ সুদহার, মূল্যস্ফীতি, ভবিষ্যৎ ভূ-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে অনিশ্চয়তা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার কমে যাওয়া ও জটিল আর্থিক পরিস্থিতির কারণে আগামী মাসগুলোতে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি কিছুটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। সম্প্রতি এই খাতটি দেশীয় রাজনৈতিক অস্থিরতা, বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি, তুলার দামের ওঠানামা, কভিড-১৯ মহামারি এবং ইইউ-ভিয়েতনাম মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিসহ একাধিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এ ছাড়া আসন্ন এলডিসি উত্তরণ-পরবর্তী সময়ে এই শিল্পের বিকাশের আরেকটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিতে পারে। তা সত্ত্বেও বিদায়ী বছরে জিডিপিতে তৈরি পোশাক খাতের অবদান ছিল ১০ দশমিক ৩৫ শতাংশ, আর মোট রপ্তানি আয় ১০ দশমিক ২৭ শতাংশ বেড়েছে।

প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) তৈরি পোশাক খাত থেকে মোট ১ হাজার ১৭৭ কোটি ডলার আয় করেছে, যা আগের প্রান্তিকের তুলনায় ১ দশমিক ৩৫ শতাংশ বেশি। তবে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭ দশমিক ৪৬ শতাংশ কম। আর আলোচ্য সময়ের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১৩ দশমিক ৪০ শতাংশ কম। এর মধ্যে নিটওয়্যার পোশাকে রপ্তানি বেশি হারে কমেছে।

অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে নিটওয়্যার পোশাকে রপ্তানি আয় হয়েছে ৬৭১ কোটি ডলার, যা আগের প্রান্তিক সেপ্টেম্বরের তুলনায় শূন্য দশমিক ৬৭ শতাংশ এবং গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ দশমিক ১৭ শতাংশ কম। আর একই সময়ের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৯ দশমিক ১৬ শতাংশ কম। রপ্তানিকারকরা বলছেন, উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত দেশগুলো পোশাক আমদানি কমিয়ে দেওয়ায় এ সংকট তৈরি হয়েছে। তাদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত দেশের ক্রেতারা পোশাকের মতো খাতে এখনো কম অর্থ ব্যয় করছেন। তাই রপ্তানি আয় কিছুটা কমে গেছে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার ব্যাংক সুদের হার বাড়ানোয় আরও কয়েক মাস এ প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি ফারুক হাসান এ প্রসঙ্গে কালবেলাকে বলেন, প্রতিবেদনটি ডিসেম্বরের তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে। তবে চলতি বছরের শুরু থেকে তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানি পুনরুদ্ধার শুরু হয়েছে। চলতি বছরের প্রথম দুই মাসে (জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ থেকে সব মিলিয়ে ৯৪৭ কোটি মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩ দশমিক ১৫ শতাংশ বেশি। এর আগের ছয় মাস তৈরি পোশাকের রপ্তানি ছিল বেশ চ্যালেঞ্জিং।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে যে পরামর্শগুলো দেওয়া হয়েছে, সেগুলো যথার্থ এবং আমরা সেগুলো নিয়ে কাজ করছি। এরই মধ্যে পণ্যের বৈচিত্র্যকরণ অনেক হয়েছে, নতুন বাজারও আমাদের আগের চেয়ে বেড়েছে, কর্মীদের দক্ষতা নিয়েও আমরা কাজ করছি, কর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে আমরা ইনোভেশন সেন্টার করেছি, তবে আরও করা দরকার। আমরা সেই চেষ্টা করছি।

The Daily Star
Published: Monday, 25 March 2024 Page: B1

Diversify exports to beat post-LDC blues

CPD's Mustafizur Rahman says at ICAB seminar

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh should start focusing on product diversification and enhancing production, efficiency and its competitive edge to counter a lack of market access following its status graduation to a developing country in 2026, said a noted economist yesterday. "Export trade should be diversified. We need to sign more free trade agreements, comprehensive trade agreements," said Mustafizur Rahman, a distinguished fellow of the Centre for Policy Dialogue (CPD).

The country should convert its comparative advantages into competitive advantages while developing the transport sector and establishing economic corridors, he said. In order to offer different types of subsidies in fisheries, Bangladesh needs to take steps to negotiate as well as enter into various agreements, Rahman also said. At present, no tariffs are imposed on e-commerce in least developed countries (LDCs), enabling Bangladesh to annually save about $40 million. It should also be discussed, he said.

The country should convert its comparative advantages into competitive advantages, Mustafizur Rahman said

"WTO (World Trade Organization) needs to be reformed. The United States is not appointing anyone to the WTO appellate department because each country has the power to exercise veto (which in effect makes the appeal process redundant)," he said. "The European Union is operating by setting up an alternative system," Rahman said. The CPD distinguished fellow was speaking at a discussion on "Outcomes of the 13th Ministerial Conference at Abu Dhabi, UAE" organised by the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) at its office in Dhaka. Bangladesh is one of the founding members of the WTO and some positive outcomes came from the 13th ministerial conference last month, said Mohammad Mashooqur Rahman Sikder, joint secretary (WTO Section-2) to the Ministry of Commerce. Three years' of extension of trade benefit for the graduating LDCs came about because of improvements in the negotiation skills of Bangladesh and other LDCs, he said.

But when it comes to issuing notifications regarding developments it has brought about, Bangladesh is still far behind although it is important for transparency for increasing trustworthiness in trade negotiations, he said. Trade facilitation and labour issues will also come up when negotiations for duty benefit are discussed, said Mostafa Abid Khan, component manager of an LDC Graduation Project of the Economic Relations Division (ERD). He said the One Stop Service of Bangladesh Investment Development Authority needs to properly offer comprehensive services.

More people from the private sector should be engaged in negotiations at the WTO so that more challenges can be resolved through consultations, said Md Humayun Kabir, a former ICAB president, while moderating the discussion. The WTO is an alternative dispute or mediation entity upholding international rules of trade, said ICAB President Mohammed Forkan Uddin. "We need to think about the situation after LDC graduation, in terms of preferential market access, preferential treatment for services and service suppliers and special treatment regarding obligations and flexibilities under WTO rules," he said.

Expectations have not been met regarding two other important issues -- fisheries subsidies and agricultural subsidies – but the decision on fisheries subsidies holds crucial relevance for Bangladesh as it is a major fishing country, he said. Agricultural subsidies are important for food security. Despite being a net importer of food and agricultural products, Bangladesh is yet to be included in the category of net food importing countries, he said. There was no agreement on agriculture at the ministerial conference and Bangladesh also has concerns regarding export restrictions imposed by other countries, he added.

Foreign trade should be integrated through regional, bilateral and alternative commercial agreements, said Manzur Ahmed, advisor to the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry. In the future, Bangladesh needs to pay particular attention to the implementation of multilateral trade in terms of what was in reality, he said. ICAB CEO Shubhashish Bose, Bangladesh Competition Commission Member Md Hafizur Rahman, Md Al Amin Pramanik, economic minister at Bangladesh's Permanent Mission to the United Nations, and former ICAB president Md Shahadat Hossain spoke at the event.

Nesar Ahmed, international trade expert of a Support to Sustainable Graduation Project, Ferdaus Ara Begum, CEO of Business Initiative Leading Development, and Shishir Kumar Dev, former CEO of Bangladesh Foreign Trade Institute, were also present. Zakir Hossain, associate editor of daily Samakal, Mohammad Refayet Ullah Mirdha, president of Economic Reporters' Forum, and SM Rashidul Islam, senior reporter of Bangladesh Sangbad Sangstha, Dhaka, also spoke.

The Daily Star
Published: Monday, 25 March 2024 Page: B1

Experts say at BIDS seminar

Devalue taka for exchange rate stability

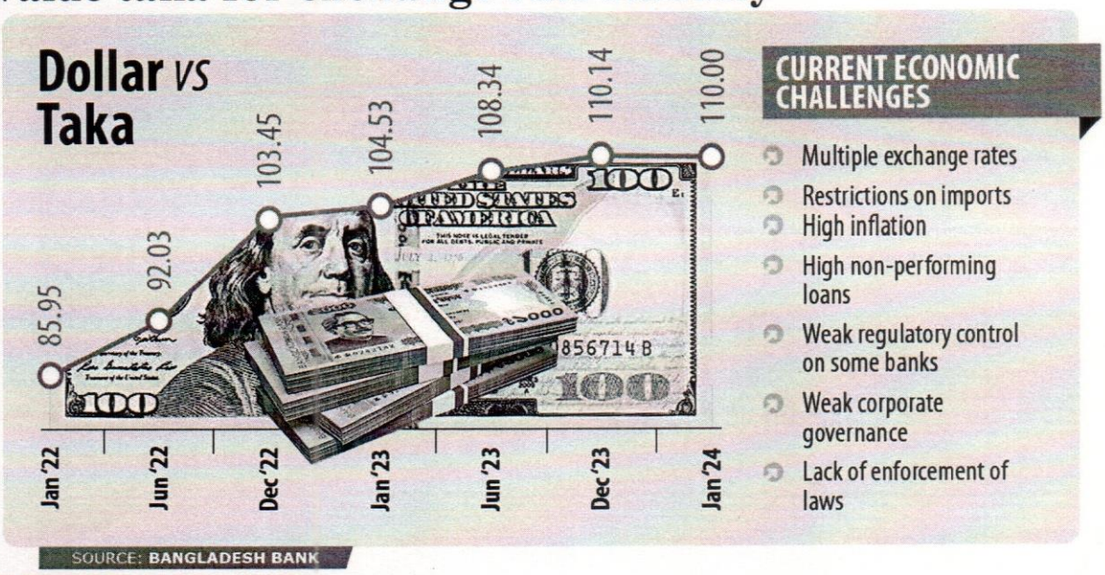

STAR BUSINESS REPORT

Researchers and economists yesterday suggested that the local currency be devalued further by 10 percent to 15 percent against the US dollar to match unofficial exchange rates and restore market stability. The exchange rate was kept almost fixed artificially till 2022 and it did not follow the market trend. But as the foreign exchange reserves dwindled owing to higher US dollar outflows compared to inflows, the taka has lost its value by about 30 percent in the past two years. Still, the exchange rate stability is yet to be there.

"The exchange rate situation worsened due to faulty macroeconomic management while the interest rate, inflation and international reserve management contributed to the current crisis," said Monzur Hossain, a research director of the Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS), while presenting a keynote paper.

He spoke at a seminar on "Unpacking the Economic Manifesto of the Awami League: Trends and Challenges for Tomorrow's Bangladesh" organised by the BIDS on its premises in the capital. Speaking at the event, researchers and economists said allowing the Bangladesh Foreign Exchange Dealers Association (Bafeda) and the Association of Bankers Bangladesh (ABB) to fix the exchange rate is unacceptable. Foreign exchange management must be under Bangladesh Bank's jurisdiction, added the experts.

The analysts also recommended a dynamic exchange rate management with indicative adjustments following the real effective exchange rate (REER) and accommodative monetary policy with interest rate deregulations. The REER is a measure of the value of a currency against a weighted average of several foreign currencies divided by an index of costs. "Efficient management of authorised dealers' banks is needed for exchange rate stability," said Hossain. "Policies to sell foreign currencies through money exchanges need to be revisited while they can be replaced by bank booths."

He said strict enforcement of laws must be ensured against loan defaulters, money launderers and financial irregularities to boost the confidence of customers. Hossain welcomed the mergers and acquisitions move initiated by the central bank. He, however, warned decisions must be taken carefully and loan rescheduling and write-offs need to be discouraged. He thinks a banking commission comprising experts, economists and policymakers could be useful in fulfilling reforms in the sector.

"New banks should not be allowed at least for the next five years." Regarding the current problems of the financial sector, Hossain highlighted the high non-performing loans, inadequacy in capital requirements and the sorry state of a good number of private banks. He also blamed weak regulatory control over some banks, weak corporate governance in the banking sector, politically active board members and owners and a lack of enforcement of laws. On the post-pandemic crisis, Hossain cited multiple exchange rates, restrictions on imports, sharp depletion of reserves and rising inflation amidst a depreciating taka as the major reasons.

While presenting a keynote paper, Binayak Sen, director general of the BIDS, focused on nine priority issues for tomorrow's Bangladesh, including educational quality and equality and drawing in more foreign direct investment. He said more efforts are needed in a shift from import tariffs and trade taxes to direct taxes. "We need a 15 percent to 17 percent tax-to-GDP ratio to be consistent with the middle-income status and we have to increase the latter at half a percentage point every year." Planning Minister Maj Gen (retd) Abdus Salam was the chief guest at the seminar's first session titled "Macroeconomic Stability, Fiscal Efforts and Agriculture" while Mashiur Rahman, economic affairs adviser to the prime minister, spoke as the special guest.

The Financial Express

Published: Monday, 25 March 2024 Page: 01

BB move on stabilising forex market

Dollar feeding into banks rises inexplicably

Greenback sale to banks goes on though banks' forex stock shows significant rise

JUBAIR HASAN |

Dollar feeding by the central bank to stabilise the market of foreign currencies continues even as forex holding of the commercial banks marks a significant increase in recent times. The nation's falling foreign-exchange reserves bear further pressure for such continuous injecting of the US currency by the Bangladesh Bank (BB) into the banks that remains a matter of concern to some bankers and economists. Shortly after the Russia-Ukraine war broke out, Bangladesh came under immense pressure as far as its forex reserves are concerned from early last fiscal year (FY'23) because of quick fall in forex holding with the commercial banks in the wake of significant rise in import costs globally and less-than-expected levels of earnings from remittance and export receivables.

- BB hands out record $13.58b, buys only $192m from banking system in FY2022-2023
- Forex-starved banks buy $10.30b until this March spending over Tk1.13t
- BB count shows country reserves at $25.25b, IMF puts it to $19.99b

Since then, the central bank, as part of its market intervention, has intensified the sale of the greenback from its reserves to the banks to help them meet their foreign-currency obligations amid dollar dearth, BB sources said. But, since mid-January last, riding on various dollar-saving moves on part of the central bank, the stock of forex, particularly the American greenback, has been on an upturn. According to BB statistics, the central bank had sold a record volume of $13.58 billion while buying only $192 million from the banking sector in the financial year of 2022-2023. The forex-starved banks have so far bought $10.30 billion until March 20, 2024 of this fiscal year (FY'24) spending over Tk 1.13 trillion.

Of the dollar buy from the BB, the banks bought $177 million through the window of currency swap while the remaining part was bought through the regular dollar sale-buy activities of the central bank. On the other hand, the central bank had purchased $3.52 billion till March 20, 2024 at the expense of around Tk 388 billion. Of the forex trade, the BB paid around Tk 176 billion to the banks to buy $1.59 billion under the currency-swap mechanism. Seeking anonymity, a BB official says the foreign-currency stock with the commercial banks keeps improving in recent times because of factors like import restrictions, rise in remittance and submission of growing export proceeds.

This rebound was supposed to give some respite to the country's forex-reserve situation in this challenging period of time. "But it was not happening as the rising trend in sale of dollars by the BB from its reserves to the banks continues, and it is putting more pressure on the reserves," the central banker notes. The banking industry has been facing various problems like LC (letter of credit) opening because of the shortfall of the foreign currencies, particularly the American greenback, for months.

Even, starting from this calendar year, the NOP in the banking sector has been found negative or short positioning. But things started improving in the middle of January. According to statistics available with Bangladesh Bank, the NOP was $40-million negative on January 1st, 2024. The following day, the deficit in forex positioning went past $100 million. Since then, the stock of the greenback in banks has kept improving towards positive territory, reaching over $500 million in positive strand on March 20, 2024, the data showed.

Another BB official, also preferring anonymity, says they have been supporting state-owned commercial banks, in particular, with necessary greenback to enable them to clear government import bills on items like fertiliser, food, petroleum and mineral products. Apart from rising inflow of remittance and export receipts, says managing director and chief executive officer of Jamuna Bank Mirza Elias Uddin Ahmed, there is a group of people who hold forex in hand over expectation of further rise in the exchange rate.

As the rate is not increasing because of various policy instruments of the BB, they changed their mind and started releasing the forex on the market. "As s result, the forex-holding situation in the banks continues improving, which is a good sign," he told the FE writer. "It does not mean we overcome the hurdle of forex dearth as there is still a significant gap in the financial account. But things are improving," the bank's top executive said. According to the BB data, the gross volume of forex reserves stood at $25.25 billion as of March 20, 2024 by BB's official count, but the net reserves volume under the IMF's BPM6 manual is equivalent to $19.99 billion.

jubairfe1980@gmail.com

NEW AGE
Published: Monday, 25 March 2024 Page: 10

LC opening falls in February

Staff Correspondent |

The opening of letters of credit for imports declined slightly in February after a rise in January. According to Bangladesh Bank data, LC opening declined to $5.22 billion in February 2024 from $6.33 billion in January 2024 and $5.39 billion in December 2023. January's LC opening was the highest after the month of September 2022 when it was $6.33 billion. From July to February in FY 2023-24, LC opening totalled at $44.47 billion, nearly matching the $46.43 billion figure recorded in the same period in FY23. In the previous financial year, monthly LC opening had dropped sharply from about $9 billion in the first month of FY23 to a $4 billion level by the end of FY 2022-23.

LC opening began to rise again at the very beginning of the current financial year, reaching $5.42 billion in October, $5.23 billion in September, $6.1 billion in August from $4.37 billion in July. The continued surge in LC opening became a concern as the country is grappling with a severe dollar crisis and a depletion of foreign exchange reserve, bankers said. Bankers said that the LC opening was rising due mainly to the government's higher import of products, including capital machinery for power sector projects.

In addition, imports of various commodities increased due to Ramadan, fasting month of the Muslims, they said. Over the past 32 months, the central bank sold more than $30 billion from its reserves. This included $9.5 billion allocated to banks in July-October of the current financial year 2023-24, $13.5 billion in FY23 and $7.62 billion in FY22. Therefore, gross foreign exchange reserves, according to International Monetary Fund guidelines, dropped below $20 billion on March 20.

Due to the continued depletion, the taka, which has experienced depreciation against the US dollar, reached Tk 110, bankers said. The government and the Bangladesh Bank have implemented several initiatives since April 2022 to address the rapid growth of imports and safeguard the country's foreign exchange reserves.

The BB imposed high LC margins on imports, particularly those of non-essential and luxury items. The overall imports saw a sharp decline due to increased oversight by the central bank, aimed at preventing misuse of the facility and curbing money laundering amid the ongoing crisis, bankers said. The move has led to a reduction in the trade deficit, with the country's import payments falling to $69.49 billion in FY23, down from $75.4 billion in the corresponding period of the previous year, the BB data showed.

THE BUSINESS STANDARD

Published: Monday, 25 March 2024 Page: Banking

Offshore banking law to boost flow of foreign currency: Finance minister

TBS Report

Finance Minister Abul Hassan Mahmood Ali. File Photo: Collected

The recently passed offshore banking law will boost flow of foreign currency to Bangladesh, Finance Minister Abul Hassan Mahmood Ali said today (24 March). "Foreign depositors and investors have already started responding after the offshore banking law was passed. They say that they are pleased with the new law of Bangladesh. As a result, savings from abroad will rise soon with increased flow of foreign currency in the country," the minister told a seminar in Dhaka.

The Bangladesh Institute of Development Research (BIDS) organised the seminar titled "Unpacking the Economic Manifesto of the Awami League: Trends and Challenges for Tomorrow's Bangladesh" at BIDS office. After getting final approval from the cabinet on 28 February, the Offshore Banking Act 2024 was passed in Parliament on 5 March. According to this law, the government will not charge any tax on the profits that foreigners make in the offshore banking units of Bangladeshi banks.

The law also gives several facilities to the depositors such as withdrawing their deposits whenever they want. "At one point we faced some problems. People raised questions about the country's foreign reserves. Some said Bangladesh will face the same problems as Sri Lanka. But that didn't happen. Foreign currency has started coming in," said the minister. "Offshore banking has existed in the country before. But there was no law. Law is needed for trust and security. That is why the government made the law."